অয়ন মারা গেছে

— হিমাংশু কীর্তনীয়া

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

ভোরে টেলিফোন বেজে উঠতেই রেনুপদ ঘোষের ঘুম ভেঙে গেল। সাধারণত এত ভোরে রেণুপদ ঘুম থেকে ওঠেন না, কারণ ঘুমোনইতো তিনি ভোরের দিকে। তার পরিচিত জনেরা, আত্মীয় বন্ধুরাও জানে রেনুপদ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন। যখন ব্যবসা করতেন, তখন উঠতেন, সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে। আর এখন ওঠেন আট থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। কখনো কখনো ন'টা। বাড়ীর অন্যান্য সবাইও বেশিরভাগ দেরী করে ওঠে। তবে আটটার মধ্যে সবাই উঠে যায়। রেনুপদ ওঠেন সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে।

টেলিফোনটা একবার বাজতেই রেনুপদর ঘুমে চট্‌কা ধরে। তবু নিশ্চিত হতে একটু সময় নিলেন রেনুপদ। মাঝে এমন হয়েছে, টিভিতে কোন সিরিয়ালের নায়ক নায়িকা অথবা ভিলেনের টেবিলের টেলিফোন অবিকল এমন শব্দ দেয়, পাশের ঘর থেকে যে কেউ ভাবতে পারে টেলিফোনই বাজছে বোধহয়। হয়েছেও বার কয়েক এরকম। টেলিফোনের শব্দ পেয়ে ছুটে এসে দেখা গেছে, টিভির পর্দায় টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন আর টিভি পাশাপাশি থাকলে এরকম বিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। যেটা রেনুপদর বাড়িতে প্রায়শই হয়। এখন অবশ্য অনেকটা কান সওয়া হয়ে গেছে। কোনটা টিভির ফোনের ডাক, আর কোনটা আসল ফোনের ডাক বুঝতে শিখেছেন রেনুপদ।

কিন্তু আজ সকালের টেলিফোনের শব্দটা রেনুপদকে আচমকা ঘুম থেকে একবার বেজেই চেতনে ডেকে আনলো। রেনুপদরই বিস্মিত হওয়ার কারণ ঘটল। এ বাড়ীতে টেলিফোন ধরার প্রধান লোক রেনুপদর স্ত্রী স্বপ্না । তার অনুপস্থিতিতে সাধারণত মেয়ে অলিকা ধরে থাকে। কেউ বাড়ী না থাকলে রেনুপদকেই টেলিফোন ধরতে হয়। বেশীরভাগ টেলিফোন স্বপ্না অথবা অলিকার। রেনুপদকে টেলিফোনে ডাকে কালে ভদ্রে দু'একজন। কিন্তু এত ভোরে এ বাড়ীর ফোন সাধারণত বাজে না।

ফোনটা বর্ষাকালের ব্যাঙের গোঙানির মত একঘেয়ে ডেকেই চলেছে। রেনুপদ বিরক্ত হয়। কেউ ধরছে না কেন? স্বপ্না বা অলিকা কোথায় গেল? স্বপ্না অলিকাকে নিয়ে পুব দিকের ঘরে থাকে। মাঝখানে সিঁড়ি ঘর। তারপাশে ছোট একটা ঘরে থাকে রেনুপদ। স্বপ্না বা রেনুপদর ঘর থেকে ফোনের দূরত্ব একইরকম। ফোন একবার বাজতে না বাজতেই স্বপ্না বা অলিকা ফোনের কাছে এসে থাকে সাধারণত। আজ কি হয়েছে ওদের? কেউ উঠছে না কেন? রেনুপদকেই উঠতে হবে নাকি, ভাবতে ভাবতে রেনুপদ বিছানায় উঠে বসে। চশমাটা খুঁজে পেতে বালিশের কাছে হাত বাড়ায়। ইতিমধ্যে শব্দ শুনতে পায় স্বপ্না উঠে ফোন ধরেছে। রেনুপদ স্বস্তিতে শুয়ে পড়ে।

'তোমার ফোন'। স্বপ্না ঘুম জড়ানো চোখে বলে। রেনুপদ চমকে ওঠে, 'আমার ফোন'! ঘড়ির দিকে তাকায়। ভোর সাড়ে পাঁচটা বাজে। সূর্য ওঠেনি এখনও। রেনুপদকে যারা ফোন করতে পারে তাদের তো এত সকালে ফোন করার কথা নয়। খানিকটা ভয়, খানিকটা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ' কে ডাকছে, কিছু বলল?'

'না'। স্বপ্নার কণ্ঠস্বরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ 'না' শব্দটার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। তার ঘুমের ঘোর কাটেনি বোঝাই যাচ্ছে। 'না' — বলেই সে শুতে চলে গেল। রেনুপদ বিছানায় উঠে বসে ঝিকঝিকে কয়লার ট্রেনের মত ঝাঁকুনি অনুভব করতে থাকে। ভেবেই পাচ্ছে না এত সকালে কে হতে পারে কি প্রয়োজনেই বা রেনুপদকে এই সকালে ঘুম থেকে ডেকে তোলা। কি এমন খবর। রেনুপদ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কে হতে পারে, উঠতে উঠতে রেনুপদ ভাবে। সেই যখন প্রথম ফোন এসেছিল, স্বপ্না এবং অলিকা কেউ বাড়ীতে ছিল না, এরকমই এক ভোরে বেলা ফোন বেজে উঠেছিল। রেনুপদকেই ফোন ধরতে হয়েছিল। পাশের বাড়ীতে বিজুকে ডেকে দেয়ার জন্য। কি বিরক্তি যে বোধ করেছিল রেনুপদ বলার নয়। কিন্তু বিজু এসে ফোন ধরে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল। তা দেখে রেনুপদ আরও বিরক্ত এবং পরে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এমন কি হয়েছিল বিজু ফোন রাখতে না রাখতেই ওভাবে কেঁদে উঠবে। রেনুপদ কি কিছু করেছে! বিজুর কান্নার আওয়াজ পেয়ে তার বাড়ী থেকে আরও লোকজন ছুটে এল। বিজু কাঁদতে কাঁদতে কি যে বলল, তাতে দেখা গেল অন্য সবাইও তার কান্নায় যোগ দিল। রেনুপদ পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। একিরে বাবা! সকালবেলা ঘুম কামাই করা ডেকে দিয়ে এতো দেখি উটকো ভ্যাজাল চেপে বসল। অনেক পরে বোঝা গেল বিজুর দেশের বাড়ির ফোন। বর্দ্ধমান থেকে এসেছে। সেখানে বিজুর কে একজন মারা গেছে। তারপর আর এত সকালে ফোন কখনও রেনুপদকে ধরতে হয় নি। কিন্তু আজ রেনুপদকে কে যেন ডাকছে ফোনে। ভয়ে ভয়ে রেনুপদ ফোনের কাছে যেতে যেতে ভাবে — তার তো এমন কেউ নেই যারা দুএকদিনের মধ্যে মারা যেতে পারে। বাবা মা অনেক আগেই মারা গেছে। তাই বোনেরাও যে যেখানে আছে মোটামুটি সুস্থই আছে বলে জানে রেনুপদ। অন্ততঃ আজ কাল পরশুর মধ্যে মরেছে বা মরতে পারে সে বয়সের কেউ নেই তেমন বয়সের। সব বন্ধুরাই তো রেনুপদর বয়সের কাছাকাছি ঘুরছে। পঞ্চাশের মধ্যেই সব। হ্যাঁ কবি মলয় দাশগুপ্তর শরীরটা একটু খারাপ চলছে বেশ কিছুদিন থেকে। কোমরে ব্যথা। কিন্তু ও ব্যথায় মানুষ মরে না। ফোনের কাছে গিয়ে ফোনে হাত দেওয়ার আগে হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই রেনুপদ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পরশুদিন অয়ন এসেছিল। অয়নকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল রেনুপদর। তাহলে অয়নের কি কিছু — হ্যালো, আমি রেনুপদ বলছি। আপনি কে, কাকে চাইছেন?

আমাকে আপনি চিনবেন না। অয়নকে চেনেন আপনি?

হ্যাঁ হ্যাঁ অয়ন চিনি, কেমন আছে অয়ন?

যা ছিল তার থেকে এখন ভাল আছে।

যাক, ভালো থাকলেই ভালো। যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল গতকাল।

গতকাল? কখন?

দুপুরে।

গিয়েছিল নাকি আপনার ওখানে?

না, ফোন করেছিল। আচ্ছা আপনি কি —

হ্যাঁ ওর বাড়িওয়ালী মাসিমা। অয়নেশ আমার ভাড়াটে ছিল।

ছিল মানে? এখন নেই? কোথায় গেছে?

শুয়ে আছে, উঠোনে।

কি বলছেন মাসিমা?

কাল রাত্রে ও আমাকে দুটো ফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিল, যদি তার কোন রকম অসুবিধা হয়, ওই ফোন নাম্বার দুটোয় যেন একটু খবর পৌঁছে দিই। তাই আপনাকে ওই সকালে ডেকে তোলা। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে যাবে ওরা।

কি করবে রেনুপদ, কি এখন তার করা উচিৎ ভেবে ঠিক করতে পারছে না। মাসিমা ফোনের লাইন ছেড়ে দিয়েছেন। রেনুপদর মনে হল ফোনের ভেতর দিয়ে অগ আর ফুল, চন্দন আর ধূপকাঠির গন্ধে রেনুপদর সারা শরীর অবশ হয়ে আসতে থাকে।

রেনুপদ ফিরে এসে বিছানায় বসে। এত ব্যর্থতা রেনুপদকে আগে কখনও ক্লিষ্ট করেনি। একটা সতেজ জীবন সংগ্রামী মানুষ এভাবে অগর গন্ধ মেখে চন্দনে চর্চিত হয়ে ফুল-মালা, গীতা আর ধূপকাঠির নিয়োগপত্রে সিথানে ঝুলিয়ে চলে যাবে

কেন? আর একটু অপেক্ষা করতে পারল না? একটু ধৈর্য্য ধরতে পারল না? রেনুপদর একটা থেকে বেশ খানিকটা ছোট হলেও অয়নেশের সঙ্গে রেনুপদর একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল। গতকাল পর্যন্ত সেই সম্পর্ক দুরভাষের স তারের ভেতর দিয়েও রেনুপদ অনুভব করেছিল। যদিও অয়ন বলেছিল, ‘ পারছি না রেনুদা, আমি বোধহয় হেরে গেলাম। ’

‘ সে কি কথা? তাহলে গত পরশুদিন সারাদিন বসে তোমাকে যা বললাম, বোঝালাম, সবই বিফল চেষ্টা?

‘ না রেনুদা, ঋাস কন, আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আজ দুপুরে সব উল্টে গেল।’

‘কি করে? কি হয়েছিল দুপুরে।

‘আমি ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। আপনার কথামতোই আমি সব করছিলাম। আপনি যাকে বলেন সমর্পন বলেন, আমি আত্মসমর্পনই করেছিলাম। একেবারেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পন’।

কিন্তু আমি তোমাকে আত্মসমর্পন করতে বলিনি। বলেছিলাম সমর্পন করতে।’

‘একই তো কথা দাদা’।

‘ না, কথাটা এক নয়। যাহোক নতুন কিছু ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি এত উদ্বিগ্ন কেন? কি হয়েছে?’ রেনুপদর একথার উত্তরে অয়ন যা বলল, শুনেতো রেনুপদ থ। অসংলগ্ন কথার কোন অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে রেনুপদ বলল — ‘ শোনো অয়ন, হ্যালো, হ্যালো অয়ন,হ্যালো —’ না লাইন ছেড়ে দিয়েছে। বাস্তববুদ্ধি এত কম হলে মানুষ সঠিক ক াজগুলোও বেঠিক করে, নিজের সর্বনাশ করে। অয়ন, আমার কথাগুলো তুমি বুঝলে না। মানলে না। ভুল করলে। নিজের মনে কথা বলতে বলতে রেনুপদ ঘরে ঢুকে যায়। বাড়ীতে রেনুপদ এখন একা। মেয়ের পরীক্ষা চলছে। আজ বোধহয় ইংর াজী পরীক্ষা। স্বপ্না অফিসে। কি করবে এখন রেনুপদ। সরা বাড়ীতে কলার কান্দীর মতো শূন্যতা ঝুলে আছে। ছড়ায় ছড়ায় সাজানো একাকীত্ব রেনুপদর জীবনের অলিন্দ জুড়ে গ্রীষ্মের দুপুরের মত হাহাকারে ভারী। এ বাড়ীতে সবাই একা। স্বপ্না একা। তার জগৎ এখন বাইরে । অলিকা একা। তারও জগৎ পড়াশুনা ছাড়া বাবা মায়ের অফুরন্ত অস্পৃশ্য ক্লেদের ভরভ ারে ভারান্বিত। সেও একা। রেনুপদ দুম করে কর্মজীবনের মধ্যপথে যতিচিহ্ন টেনে দিয়ে বাড়ীতে বসে একা এবং নিঃসঙ্গ।

দিন তিনেক আগে এরকমই এক দুপুর। যখন অয়ন এসেছিল। রেনুপদ খুব খুশী হয়েছিল। রেনুপদ যেন এক শালিক ভ াবতে শু করেছিল নিজেকে, যাকে দেখলে অচিরেই হয়ত সাধারণ মানুষ তাদের নিজের অজান্তে কপালে হাত ছোঁয়াতে শু করবে। অথবা শববাহী ট্রাক কিংবা ম্যাটাডোর, যার পেছনে খই বাতাসা এবং খুচরো পয়সার ছড়াছড়ি পথযাত্রীদের অ াশংকায় হৃদয় কাঁপানো কপালে উঠে যাওয়া হাতের স্পর্শের মতো একাকী। অয়ন রেনুপদর থেকে বছর চারেকের ছোট। কিন্তু রেনুপদ নামটাই যেন রেনুপদকে অন্য আরও অনেক বয়স্ক লোকদের থেকে আলাদা প্রাচীনত্ব ঘিরে রেখেছে। খা নিকটা ঝোপানো গুল্মলতার ঝোপের মত, কিংবা শূন্যলতার, বিচিত্র বুননের মতই প্যাঁচানো একাকীত্ব। সবই আছে সবার মধ্যে আছে অথচ কিছুই নেই কারোর মধ্যেই। রেনুপদর অস্তিত্বের প্রকাশ ত্রমশঃ নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে। রেনুপদ নিজেকেই নিজে মাঝে মধ্যে লাষ্ট ব্যাটসম্যান হিসাবে বিবেচনা করে ইদানিং। যে কোন মুহূর্তে বোল্ড, স্ট্যাম্প অথবা ক্যাচ কিংবা রান আউট হয়ে যাওয়ার আশংকায় ভোগে। মাঝে মধ্যে কেউ এলে ভালো লাগে। সবাই নয়, কেউ কেউ। অয়ন তাদের মধ্যেই একজন। ভীষণ প্রাণবন্ত। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই অয়ন যেন টগবগে ঘোড়া। একটাই দোষ, সমাজকে পাল্টাতে চ ায় সে। তার কথায় ‘সব দূষিত হয়ে গেছে। পচন ধরে গেছে সব কিছুতে। পাল্টে ফেলতে হবে দাদা। সব পাল্টে ফেলতে হবে। ’ যতই তাকে বলা হয়, ‘ অয়ন পৃথিবী নিজস্ব নিয়মে আপনাআপনি পাল্টে যাচ্ছে। তুমি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই পাল্ট াতে পারবে না।’ অয়ন মানবে না। ‘না দাদা, আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি চেষ্টা করে যাবো। আপনারা কয়েকজন অ ামাকে সাহায্য কন শুধু’। রেনুপদ হেসে বহুবার বলেছে —‘ তোমাকে বলা বৃথা। তবু দেখ, কি করতে পার। পাল্টাতে প ারলে তো ভালই। কিন্তু সম্ভব কি?’ ‘কেন সম্ভব নয়? সামান্য সততা যদি মানুষ আমাকে দেয় তাকেই পুঁজি করে এগোবে।’ কিন্তু মানুষের সততার সংজ্ঞাই তো বদলে গেছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কের পুরাতন ধ ারাটাই তো বাজারদরের মত ফ্লাকচুয়েটেড। দাড়িপাল্লার মতো ওঠে নামে। কাটা কখনো স্থির থাকে না।’ ‘ সে আমি বুঝবো। আমি আমাদের বাংলাভাষার আন্দোলন দিয়ে আমাদের শুদ্ধি অভিযান শু করতে চাই। ’ ‘বেশ তো করো না। অ ামরা তো তোমার সঙ্গে আছিই। ’

এরকম একজন মানুষ, সংস্কৃতির জগতের যার নাম ঝড়ের পাখি, পরশুদিন দুপুরের প্রচন্ড রোদের মধ্যে গলিত মোমের মত

ঘাম জবজবে দেহে বাড়ীতে এসে বলল 'রেনুদা আমি পারলাম না বোধহয় হেরে গেলাম।'
'হার জিৎ সংসারে নতুন কিছু নয়। দুটো সমভাবে ন্যায্য এবং প্রযোজ্য।
' সে হার জিত নয় রেনুদা, এ একেবারে অন্যরকম। যা আমি কখনও ভাবিনি।'
' তুমি কখনও ভাবোনি বলে সেটা ছিল না, এমন তো হতে পারে না।'
'তাই বলে আমার বেলাতেও ?'
' কেন ? তুমি কি মনুষ্যকূলের বাইরের কেউ ? অতি প্রাকৃত কেউ ?
'না তা নই'
' তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। সমস্যাটা কি?'
' আপনি এক সময় আপনার যে সমস্যার কথা বলেছিলেন। তাই, তবে আরও এ্যাকুইট। আপনি কিভাবে বেঁচে আছেন ? '
' হউ ফ্রান্সিস স্টাইলে।'
' তার মানে?'
'ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে এখন এসব সম্পর্ককে আর গুত্ব দেওয়া হয় না। ফ্রান্সে তো কোন কালেই দেওয়া হয় নি। এখনও দেওয়া হয় না। '
' তাই বলে এই বিশ্বাসঘাতকতাকে এভাবে মেনে নেবেন ? '
'বিশ্বাসঘাতকতা নয় — আমার দ্বারা অপরিপূর্ণতার যে সব অংশগুলো পেছনে থেকে গিয়েছিল, সাধারণ মানবিক অধিকারের আইনমাফিক স্বীকৃতিতে সেগুলিকে চরিতার্থ করার সুযোগ অন্যকে দেওয়ার নাম উদারতা। সেটাই দেখিয়েছি। আমি জানিনা তোমার সমস্যা কি। তবে এটা ঠিক, সংসারের প্রথম সমস্যা অর্থ সংক্রান্ত। দ্বিতীয় সমস্যা প্রেম ভালোবাসার নামে নক্কারি। তুমি নক্কার না হতে পারলে হবে না। কেউ হতে চাইলে বাধাও দেবে না।'
'তাই বলে বিশ্বাস বস্তু থাকবে না?'
'অভাব বিশ্বাসের মূল ধরে নাড়া দিলে অবিশ্বাসের ডালপালা জোর পায়।'
' তার মানে আপনি বলছেন —'
'মেনে নাও। জাস্ট ওয়েট এ্যান্ড সি'।
'অসম্ভব। আমার আদর্শ ভালোবাসা তবে মূলহীন?'
'তোমার কাছে মূল্যবান। অন্যের কাছ থেকে মূল্য কেড়ে নিতে গেলে গন্ডগোল। পাবে না কিছুই।'
'তাহলে আমাকে কি করতে বলেন।'
প্রথমে তুমি বল তুমি কি করতে চাও।'
'এ্যাট ইজ করতে পার। আশা করি কেউ বাধা দেবে না।'
'আপনি ঠাট্টা করছেন রেনুদা ? আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না।'
'বুঝতে পারছি বলেই তোমার মতকে আমি সমর্থন করছি অয়ন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তুমি আমার কাছে এসেছ কেন?
'না। মানে আমার এমতাবস্থায় কি করা উচিত আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি।'
'তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছ, তারপর আর আমার পরামর্শের প্রয়োজন থাকে কি? একটু থেমে রেনুপদ আবার বলে— আসলে তুমি জান, কিছুদিন আগে আমারও একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড গেছে। আমি দিশেহারা ছিলাম। স্ত্রীপুত্র কন্যা কারোর সাথেই আমার সম্পর্ক ছিল না। প্রায় সংযোগবিহীন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আমি বাস করতাম। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে সময় হঠাৎ একদিন তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমার হতাশার কথা শুনে তুমি জ্বলে উঠেছিলে। তুমি চিৎকার করে বলেছিলে— না না রেনুদা আপনাকে বাঁচতে হবে। বলেছিলে?'
'বলেছিলাম'
'কিন্তু কি করে বাঁচতে হবে, তা কি বলেছিলে? '
'না'।
'কেন বলনি?'

‘পথটা জানতাম না বলে বলতে পারিনি।’
‘কতদিন আগের কথা এটা?’
‘প্রায় সাত মাস।’
‘সুতরাং সাতমাস পরেও তুমি দেখছ আমি বেঁচে আছি।’
কিন্তু কিভাবে?’
‘কম্প্রোমাইজ। ওনলি কম্প্রোমাইজ উইথ লাইফ ফর এক্সিসটেন্স।’
‘বলছেন কি রেনুদা। শেষ পর্যন্ত আপনি—’
‘হ্যাঁ, আমি রেনুপদ, তোমাদের রেনুদা। একদম স্রেফ কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছি জীবনের সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে। খাদ্যাভাস এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ, সব কিছুর সঙ্গে। এমনকি যে যৌনতা যে যৌনতা ছিল আমার আনন্দের প্রাণভূমি, এখন যৌনতাহীনতার কষ্টের সঙ্গেও। ’
বিস্মিত অয়ন কাচের মার্বেলের মত চোখে রেনুপদর দিকে তাকিয়ে ছিল নির্বাক।
‘ফরাসী স্টাইল বোঝ?’
‘কিছুটা পড়ে যতটা বুঝেছি। কিন্তু সেতো ব্রথেল লাইক লাইফ।’
‘এখন এটা বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত পৃথিবীর বাইরে নয়। পশ্চিমবঙ্গও ভারতের বাইরে নয়।’
‘কিন্তু তাই বলে—’
‘জেনে শুনে বিষ করতে হবে না। তাছাড়া একজন সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা মহিলার সব চাহিদাপূরণের সমস্ত সামগ্রী তোমার মধ্যে আছে কি?’
‘না তা হয়তো নেই’।
‘তোমার সমস্ত চাহিদা পূরণ করার সমস্ত মালমশলা তোমার স্ত্রীর মধ্যে আছে কি?’
‘না তাও হয়তো নেই।’
‘তাহলে ফরাসী স্টাইলই বেঁচে থাকার একমাত্র পথ।
‘আপনি শান্তি পাচেছন?’
‘স্বস্তিতে আছি।’
‘জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করছেন?’
‘নতুন পথ না পাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।
‘আমার বেলায়?’
‘একটাই উপদেশ?’
‘আমি পারব না বোধহয়’।
‘আমিও তাই ভাবতাম’।
‘তাহলে আমাকেও—’
‘একই কথা ভাবতে বলছি।’
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অয়ন বলেছিল দেখি।
তিনদিন পরে, গতকাল দুপুরের ফোন ছিল অয়নের — ‘ না রেনুদা, দুদিন চেষ্টা করলাম আপনার কথামতো কাজ করতে। কিন্তু আজ আবার সব এলোমেলো হয়ে গেল। আমি হেরে গেলাম। পারলাম না’। আর কিছু সুযোগ না দিয়ে অয়ন ফোনের লাইন কেটে দিয়েছিল। আর আজ সকালে অয়নের বাড়িওয়ালী মাসিমার ফোন। অয়ন ছুটি নিয়েছে। ধূপ চন্দন আর অগর গন্ধ মেখে বাঁশের খাটিয়ায় উঠোনে শুয়ে আছে অয়ন। একটু পরেই বেরিয়ে যাবে। আড়িয়াদহ বা রতনবাবুর ঘাটে। কিন্তু হঠাৎ একটা কিন্তু রেনুপদাকে খুব চ ঞ্চল করে তুলল। অয়ন কিভাবে মারা গেল? আত্মহত্যা করেছে? কিন্তু কিভাবে? অন্য একটা সন্দেহ ঘুরে ঘুরে রেনুপদকে বিপন্ন করে তুলছে। অয়নকে হত্যা করা হয়নি তো! আত্মহত্যা করব বললেও অয়ন আত্মহত্যা করবে না এরকমটি ভেবেছিল রেনুপদ। কারণ জীবন ধারণ যতই কঠিন হেক, ম

ানুষ কিন্তু বেঁচে থাকার পক্ষপাতী আজীবন। এই সত্যকে কিছু মানুষ মাঝে মধ্যে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য আত্মহত্যা করে বটে- কিন্তু সেটাই প্রকারান্তরে জীবনকে আরো বেশী আঁকড়ে ধরারই প্রবণতাকে প্রমাণ করে। অয়ন যদি আত্মহত্যাই করে থাকে - সেও তো জীবনকে ভালোবাসার জন্যই। নিজের জীবন না হোক অন্যের জীবনের ভালবাসাকে সমীহদানের জন্য করেছে। রেনুপদ তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা গায়ে গলিয়ে নেয়। পাজামা পরে চটি এবং ঝোলা ব্যাগ নিয়ে তার ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। মেইন রোডে এসে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে হিসাব নিকাশ করে, কিভাবে গেলে কত তাড়াতাড়ি খড়দহে পৌঁছানো যায়। নবাদর্শ গেট থেকে রিকশায় বিরাটী স্টেশন। ওপার থেকে অটোয় বেলঘরিয়া স্টেশন। তারপর ট্রেনে খড়দহ। রিকসায় উঠে বসে তাগাদা দেয়,'তাড়াতাড়ি স্টেশন চল'।

রেনুপদ খড়দহ স্টেশনে নেমে ঘড়ি দেখলেন মাত্র আধা ঘন্টায় তিনি খড়দহ স্টেশনে পৌঁছে গেছেন। আশর্চ্য হলেন খানিকটা। এত তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব হল। আসলে যানবাহনগুলো সব পরপর পেয়ে গেছেন। অয়নের আগের বাসা ছিল বেলঘরিয়ায়। সেটা চিনতেন রেনুপদ। কিন্তু সম্প্রতি খড়দহে বাসা বদলের পর কখনও আসেনি। তবে অয়ন বলেছিল ঠিকানাটা। মোটামুটি মনে আছে। খড়দহ স্টেশনের পূর্বপারে,যেদিকে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, সেদিকে খানিকটা এগিয়ে একটা বড় ওষুধের দোকানের পাশ দিয়ে ডান হাতি রাস্তা। গোটা দশেক বাড়ী পেলেই একটা হারবাল পাওয়া যাবে। হারবালের পাশের গলির তিন নম্বর বাড়ীটি। আশি নং সুরম্য পার্ক। বাড়ীর মালিকের নাম ঁঅতনু বিশ্বাস। মিসেস অতনু এখন মালিক, যিনি সকালে ফোন করেছিলেন।

রেল লাইন ক্রস করে খানিকটা এগোতেই মেডিকেল সেন্টারটা পেয়ে গেলেন রেনুপদ। ডানদিকে ঘুরতেই বেশদূরে দেখতে পেলেন একটা ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে। কিছু লোকজনের জটলা। রেনুপদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে একবার ভেবেছিলেন যেতে দেরী হয়ে গেলে বডি নিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়বে ওরা। মনে হচ্ছে এখনও বের হয়নি । যেরকমটি বলেছিল অয়ন, তাতে এই ম্যাটাডোরটির দূরত্বই তার বাসার দুরত্বের নির্ধারিক হওয়া উচিত। দু একটি পরিচিত মুখও দেখা গেল বলে মনে হল রেনুপদর। ছোটবেলায় পাটের কাঠির ডগায় জিয়লের আঠা লাগিয়ে ফড়িঙের গায়ে ছোঁয়াতেই যেমন ফড়িংগুলো আটকে যেত, রেনুপদর মনে হল সেই জাতীয় কোন আঠায় পা আটকে গেছে। রেনুপদ নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন কিসে তার পা আটকালো। কোন পাই স তুলতে পারছে না। নাকি দুটো পা-ই একসাথে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল। পক্ষাঘাত হলে তো তাকে বসে বা শুয়ে পড়তে হত। তার মানে মনটা বিফল হয়ে গেছে। কোয়ার্জ ঘড়ির মত ব্যাটারী-ফুরিয়ে - যাওয়া অবস্থা যেন রেনুপদর। যেতে ইচেছ করাছে না । কি করবে গিয়ে। কি বলবে, কাকে বলবে। মনটা কেমন সুতো কাটা ঘুড়ির মত শূন্যে লাট খেতে থাকে। ফিরে যাবে না, এগিয়ে যাবে? রেনুপদর এমতাবস্থায় মনে হল কে যেন পেছন থেকে মৃদু ধাক্কা দিল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন সত্যি তাকে কেউ ধাক্কা দিয়েছে। সুহাস, বেলঘরিয়ার সুহাস। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। কেউ কাউকে কিছু বলতে পারছে না।

'ভোরবেলা টেলিফোন পেলাম'- সুহাস বলে।

'আমিও'

'চলুন এগিয়ে যাই।'

'যেতে ইচেছ করছে না সুহাস। ভাবছি ফিরে যাই।'

'যেতে তো আমারও ইচেছ করছে না রেনুদা'।

পায়ে পায়ে তবু এগিয়ে যায় দুজনে।

'আমার মনে হয় রেনুদা, অয়ন খুব ভূল করল।'

হ্যাঁ ভুলই করল। অনেক না করেছিলাম।

'আসলে ওর স্ত্রী জুনা এবং ওই লোকটিই অয়নের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

'এবার বোধহয় তুমি ভুল করলে সুহাস। মানুষের মৃত্যু অনিবার্য সে কথায় আমি যাচ্ছি না কিন্তু অসময়ে মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রতিটি মানুষ নিজে দায়ী। এমনকি খুন হলেও।'

'তার মানে অয়ন কি খুন হয়েছে বলে আপনার ধারণা?'

'হতে পারে।'

'আমি শুনলাম আত্মহত্যা করেছে।'
'সেটাও হতে পারে। আমি কিছু জানি না।'
'তবে ওর স্ত্রী ইদানিং খুবই খারাপ ব্যবহার করছিল শুনেছি।'
'সে তো অয়নও করাছিল। তাহলে দুজনেই যখন বুঝতে পারছিল খারাপ ব্যবহার হচ্ছে, দূরে দূরে থাকতে পারত দুজনে।'
কথা বলতে বলতে রেনুপদ এবং সুহাস বাড়ীর কাছে চলে এসেছে। উঠোনে খাটিয়ার ওপর সাদা থান কাপড়ে ঢাকা অয়নের শরীর। মুখটা বার করা। সেই একই রকম একমুখ কাঁচাপাকা দাড়িতে ভর্তি মুখ। চোখে চশমা। সুস্বাস্থ্য ছিল অয়নের। পানার ছেলেরা ফুল চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। পায়ের লাল ছাপ নিয়েছে কাগজে। ধূপের ধোঁয়ায় স্বর্জীয় মৃত্যুর গন্ধ। অগর গন্ধটা আরো বেশী মৃত্যু স্পর্শ বাতাসেমিশিয়ে দিচ্ছে। জুনাকে রেনুপদ, সুহাস চেনে। ওদের মেয়ে জয়া আর রায়াকেও চেনে। সবাই অয়নের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে আছে। খুব দেঁছে ওরা।
'জুনার কান্নাটা আমার নকল বলে মনে হচ্ছে রেনুদা'
'না, জুনা প্রকৃতই কেঁদেছে। ওমন কি এখন সবকিছু তদারক করছে যে লোকটি, যাঁর নাম অনুতোষ, তার ধুঃখ বোধটাও নকল নয়। জয়া, রায়া, রেনুপদকে দেখে'জেঠু' বলে নতুন করে কেঁদে উঠল। জুনার দিকে চোখ পড়তে রেনুপদর খুব বেদনা বোধ হল। ছোট মেয় রায়া উচচস্বরে কেঁদে উঠল 'বাবা ভাতের গ্রাসটা মুখের কাছ পর্যন্ত্য নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুকে দিতে পারলো না। উ! তখন আমি যদি কাছে থাকতাম! এরকমটি অতে দিতাম না।' রেনুপদ মনে মনে বলল, 'হত না রায়া। যে কথাটা শুনে তোমার বাবা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল, সে কথাটা ওত বিষাত্ত ছিল যে তুমি , তুমি ওই নীল নাভির সমুদ্র শংখ মেয়ে হয়েও সেই নীলের বিরে ছোবল সইতে পাড়তে না রায়া। তোমাদের বড় কষ্ট রায়া, তোম াদের ওই নষ্ট সময়ের কষ্টটাই শুধু বয়ে বেড়াতে হবে সোনামনি।' রায়ার ভিজে গামছার মত চোখের দিকে তাকিয়ে রেনুপদ দুর্মুল্য এক গুহা চিত্রের সন্ধান পেলেন অদঙুত সেই গুহাচিত্রে অলৌকিক সব দৃশ্যাবলী নিকষ কালো পাথরে খে াদাইয়ে জীবন্ত হয়ে হাটাচলা করছে। রায়ার দুর্ভাগ্য, চিত্রের কুশীলবদের মাধ্য একটা চরিত্র তার মায়ের প্রতিবিম্ব, অন্য চরিত্রটি অণুতোষ মামার মিথুন প্রত্যাঙ্গ। রেনুপদ রায়াকে বলে, 'মা রায়া ভুলে যাও তুমি কোন অবাঞ্ছিত পৃথীবির কিছু নিঃসর্গ দৃশ্যাবলীর সাক্ষী হওয়ার ঘটনা।'
'না জ্যেঠু, বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমি কেন বলতে গেলাম বাবাকে। যা কিছু দেখেছিলাম, তা যদি আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম।'
'নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার দায়িত্ব একা তোমার নয়। খেতে দিয়ে তোমার মায়েরও উচিত হয়নি ভাবে কথা বলা। অয়নের উচিত হয়নি ওভাবে নিজের সীমার বাইরে চলে যাওয়া।' এরপর সবার কথাই কেমন হারিয়ে যায়। ম্যাটাডরের ড্রাইভার বারবার তাগাদা দিচ্ছে। অয়নের বডি তুলতে যুবকেরা ওগিয়ে গেল। অয়নের স্ত্রী কন্যারা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওদের অনু মামা ডেথসার্টিফিকেট এবং অন্যান্য জিনিষ, যা শানঘাটে প্রয়োজন হতে পারে, গোছাতে ব্যস্ত। সুহাস রেনুপদর ক ানের কাছে মুখ ওনে অনুচচ স্বরে ভলল, রেনুদা অয়নের স্ত্রীর কান্না, অণুতোষের দুখীভাব, সব কেমন কৃত্রিম মনে হচ্ছে ন া?' অনুপদ সুহাসের দিকে তাকিয়ে নিরাসত্তভাবে বলে, 'অয়নের মৃত্যু কিন্তু অকৃত্রিম সুহাস।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com